চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৮ ফেব্রুয়ারি'২০২৪খ্রি.

খাল-নালা পরিস্কার থাকলে জলাবদ্ধতা কমবেঃ মেয়র

খাল-নালায় জমে থাকা মাটি-পলিথিন পরিস্কার করতে পারলে বর্ষায় জলাবদ্ধতা কমবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বুধবার স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষে প্রবর্তকের রুপালি গিটার চত্বরের পাশের নালা অর্ধশতাধিক পরিচ্ছন্নকর্মীকে নিয়ে পরিচ্ছন্ন করেন মেয়র রেজাউল।

এসময় নালায় বাথরুমের ভাঙা কমোড, পুরোনো লেপ তোষক এবং মেডিক্যাল বর্জ্যসহ বিভিন্ন অপচনশীল বর্জ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়র।

এসময় মেয়র বলেন, নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছি। কিন্তু কিছু মানুষের অসচেতন আচরণ নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার পেছনে বড় বাধা। এজন্য আমরা সচেতনতা বাড়াতে জোর দিচ্ছি।

"মানুষ সচেতন না হলে আমরা কখনোই এ শহর পরিষ্কার রাখতে পারবো না। জনগণ যদি সচেতন হয় ভৌগোলিক কারণে বর্ষায় পানি উঠলেও দ্রুত নেমে যাবে। এরপরও কেউ অযথা নালায় ময়লা ফেললে যার প্রতিষ্ঠান-বাসার সামনে ময়লা পাবো তাকে আইনের আওতায় আনবো, জরিমানা করবো।"

জলাবদ্ধতা কমাতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় আছে জানিয়ে তিনি বলেন, নগরীর ৩৬টি খালে জলাবদ্ধতা নিরসনে উন্নয়ন কাজ চলছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে। এতগুলো খালের মাটি উত্তোলন, রিটেইনিং ওয়াল, গাইড ওয়াল, স্লাব বসানো সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই সিডিএ'কে জানিয়েছি যাতে বর্ষার আগে অন্তত চলমান প্রকল্পের অধীন নালা-খালগুলোর জমে থাকা মাটি যাতে সরিয়ে নেয়া হয়। খাল-নালা পরিস্কার থাকলে জলাবদ্ধতা কমবে। নগরীর অভ্যন্তরীণ নালার দায়িত্ব আমাদের। আমরা এগুলো পরিষ্কার করছি, মাটি উত্তোলন করছি। এটা চলমান থাকবে।

এ সময় চসিক কাউন্সিলর মো. নূর মোস্তফা টিনু, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী, নির্বাহী প্রকৌশলী মীর্জা ফজলুল কাদের, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহিসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন। এসময় জনগণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতালের ৩ দিনব্যাপী ১২তম ডায়াবেটিক মেলা উদ্বোধন
ডায়াবেটিক হাসপাতাল ধনী, গরীব সকলকে সমভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে
মেয়র এম. রেজাউল করিম চৌধুরী

জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস ও ১২তম ডায়াবেটিক মেলা উপলক্ষে আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ ৩ দিন ব্যাপী যুগপূর্তি "ডায়াবেটিক মেলা" উদ্বোধন সকাল ১১ ঘটিকায় সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ফিতা ও কেক কেটে যুগপূর্তি মেলার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. রেজাউল করিম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাউদ্দিন মোঃ রেজা। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরী ।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরী বলেন- কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন। ২০১১ সালে ডায়াবেটিক মেলার যাত্রালগ্ন থেকে সকলের সর্বাত্মক সহযোগীতা ও প্রচারণার মাধ্যমে প্রচুর সাড়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ডায়াবেটিক মেলা ১২ বছর অর্থাৎ এক যুগ পূর্ণ করেছে। এই মেলাকে আরো বৃহদাকারে করার জন্য সরকারসহ সকলের সহযোগীতা কামনা করছি। ডায়াবেটিক হাসপাতাল যেহেতু জেনারেল হাসপাতাল সেহেতু এখানে ডায়াবেটিক, নন-ডায়াবেটিক রোগীরা স্বল্প খরচে সকল চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন এবং এই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মানকে আরো আধুনিকায়ন ও উন্নত করতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

মেলার উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ডায়াবেটিক মেলা ডায়াবেটিক রোগীদের সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ এই মেলার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীরা বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং অত্র হাসপাতালের পরিচালনা পরিষদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত মানবতার কাজের মাধ্যমে এই সমাজকে আলোকিত করছেন। এই হাসপাতাল আর্তমানবতার সেবায় ধনী, গরীব সকলকে সমভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে এই হাসপাতালের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই এর তদারকি করছেন এবং সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্যখাত হতে প্রকৃত সেবা পায় তজ্জন্য তিনি গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসা সেবার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাকের ব্যুরো চীফ সালাউদ্দিন মোঃ রেজা বলেন, ডায়াবেটিক হাসপাতালে অত্যন্ত কম মূল্যে সব ধরণের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সবরকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন। যদি সকলে মিলে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যউদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে অত্র হাসপাতালে একটি মেডিকেল কলেজ করা সম্ভব। যদি মেডিকেল কলেজ হয়, তাহলে এখানকার চিকিৎসকরা প্রকৃত সেবা দিতে পারবেন এবং এতদাঞ্চলে চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নূরুল মোস্তফা টিনু, কাউন্সিলর মোঃ ইলিয়াস, সমিতির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব এস এম শওকত হোসেন, মিসেস আবিদা মোস্তফা, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ, ইঞ্জিনিয়ার জাবেদ আবছার চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এস.এম জাফর, নির্বাহী সদস্য প্রিন্সিপাল লায়ন মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, মোঃ শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, হাসপাতাল ডাইরেক্টর ডাঃ নওশাদ আজগার চৌধুরী এবং আদর্শ সচেতন ডায়াবেটিক রোগী শেখ মোঃ মহিউদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৫ জন আদর্শ সচেতন ডায়াবেটিস রোগীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মেলার ২য় ও ৩য় দিনের কর্মসূচী

আগামীকাল মেলার ২য় দিন সকাল ৯টায় ডায়াবেটিক সেমিনার ও হেলথ ক্যাম্প মেডিসিন, গাইনী ও প্রসূতি এবং ১লা মার্চ সমাপনী দিন সকাল ৮টায় হেলথ ক্যাম্প চর্ম ও যৌন রোগ ও বিকাল ৩টায় চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, সচেতনমূলক কুইজ প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতিক ও পুরষ্কার বিতরণী এবং সমাপনী অনুষ্ঠান ।

৬৬ কিমি রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপন করবে চসিক

চট্টগ্রাম নগরীজুড়ে ৬৬ কিমি রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপনের কাজের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বুধবার বিকালে কোর্ট বিল্ডিংস্থ শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে কোভিড-১৯ রিকভারি প্রজেক্টের আওতায় প্রথম পর্যায়ে নগরীর ৬৬ কিমি রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপনের কাজের উদ্বোধন করেন মেয়র।

এসময় মেয়র বলেন, আমি পুরো নগরীকে আলোকায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। প্রাথমিকভাবে আজ ৬৬ কিমি রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপনের কাজ শুরু হল। পর্যায়ক্রমে পুরো নগরীকে আলোকায়ন করা হবে। এছাড়া আলোকায়নে গুরত্ব দেয়া হচ্ছে নান্দনিকতায়ও। প্রজাপতি ও নৌকার আদলে বাতি দিয়ে শহরের রাতের সৌন্দর্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করক হচ্ছে।

“কিছু কিছু এলাকায় তার চুরির কারণে নগরবাসী কষ্ট পাচ্ছে। চুরি ঠেকাতে নগরবাসীর সহযোগিতা চাই। নগরীর ঝুলন্ত তারের জঞ্জাল সরাব। লালখানবাজারে ইতোমধ্যে ঝুলন্ত তার মাটির নীচে নিয়ে গেছি। দেড়বছরের মধ্যে নগরীর সব তার মাটির নীচে নেয়া আমাদের লক্ষ্য।”

ফুটপাত রক্ষায় অনড় অবস্থান ব্যক্ত করে মেয়র বলেন, অবৈধভাবে ফুটপাত দখলকারীদের জনস্বার্থে উচ্ছেদ করেছি। অবৈধভাবে রাস্তা দখলের জন্য চাপ তৈরি করতে একটি মহল আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। কার আন্দোলন? কীসের আন্দোলন? জনগণের ফুটপাত দখল করার অধিকার ওদের কে দিয়েছে? যত আন্দোলনই করেননা কেন আমি ফুটপাতে অবৈধভাবে বসতে দিবনা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম জেলার পিপি শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, আবদুস সালাম মাসুম, নূর মোস্তফা টিনু, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, চসিকের বিদ্যুৎ উপবিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশসহ বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

চসিকের বই মেলায় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জন

বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশ নিজের দৃঢ় অবস্থানটি তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে

সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যগতভাবে দুই দেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের এ সম্পর্কে কেউ ফাটল ধরাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন চসিক বই মেলার আজকের প্রধান প্রধান অতিথি চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বর্তমান সরকারের আমলে আর্থসামাজিকতা তো বটেই বিশ্ব রাজনীতিতেও বাংলাদেশ নিজের দৃঢ় অবস্থানটি তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রায় অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে ভারত সবসময় ছিল, আছে এবং থাকবে। এই দুই ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের যে বন্ধন রয়েছে তা আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। প্রতিটি উৎসব আমাদেরকে আনন্দ দেয়, অনুপ্রেরণা যোগায়। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিকভাবে উন্নত মানুষে পরিণত করে। জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে উৎসবের শিক্ষাকে হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।ভারত-বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও প্রাচীন। দুই দেশের সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন। এ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।বাংলাদেশে চট্টগ্রামর সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ।

ডা.রাজীব রঞ্জন ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বকে ১৯৭১ সালের যৌথ আত্মত্যাগের মূলে নিহিত উল্লেখ করে বলেন, 'এ মাটিতে ভারতীয় সৈনদের রক্ত যেমন রঞ্জিত, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তেও রঞ্জিত। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমরা এ কথাটি মনে রাখব।কেননা এ সম্পর্ক শুধু রক্তের নয়, মৈত্রীরও বটে।

প্রধান আলোচক ড.জিনবোধি ভিক্ষু বলেন,লেখক গবেষকদের জ্ঞান ভান্ডার বৃদ্ধিতে বই মেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী অনুসরণ করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আগামী প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে মফিজুর রহমান বলেন, সম্প্রীতি ধর্মে ধর্মে নয় মানুষে মানুষে। বিশ্বের যে সমস্ত দেশে সংঘাত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে সেই সমস্ত দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবীত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিষন২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আজ বুধবার বিকালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদ ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় অমর একুশে বই মেলা মঞ্চে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও রুমিলা বড়ুয়ার সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু ও আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর পুলক খাস্তগীর, চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি লায়ন আশীষ কুমার ভট্টাচার্য ও সংস্কৃতি কর্মী ব্রীজেট ডায়েস। আলোচনা সভা শেষে একক সঙ্গীত ও দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন শুক্লপাল কণিকা, ঐশী রক্ষিত, নিশা চক্রবর্তী,জাহেদ হোসেন, আর্য সঙ্গীত, মিতালী সঙ্গীত, ওড়িশা এন্ড টেগোর ডান্স একাডেমি ও মুভমেন্ট সেন্টার (প্রমা)। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.৩০টায় অমর একুশে বই মেলা মঞ্চে ছড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত
রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করায় দায়ে
২১ ব্যক্তিকে ১ লক্ষ ১ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা আজ নগরীতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে চকবাজার থানার প্যারেড কর্ণার থেকে তেলীপট্টি মোড় এবং পাঁচলাইশ থানার কাতালগঞ্জ থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের ফুটপাত ও মিডআইল্যান্ড থেকে প্রায় ৫০টি অবৈধ সাইনবোর্ড ও সাইন বোর্ডের এঙ্গেল উচ্ছেদ করেন। এই সময় রাস্তা ও ফুটপাতের উপর দোকানের মালামাল রেখে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজুপূর্বক ৫২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন্ বাকলিয়া থানাধীন শাহ আমানত সেতু সড়কের ফুটপাত ও রাস্তার উপর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল রেখে জনসাধারণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতার দায়ে ১২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজুপূর্বক ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয়কে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮